ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প: ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: টিআইবি পরিচালিত এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে চলমান এবং পরিকল্পনাধীন বৃহদাকার কয়লানির্ভর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং একই সাথে এই চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করা। রামপাল এবং মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য যা বহুভাবে বিতর্কিত কয়লানির্ভর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে একটি পরিবেশ বান্ধব এবং জনবান্ধব যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করবে।

প্রশ্ন: গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে নিবিড় সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, কেস স্টাডি ও গবেষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। **প্রত্যক্ষ তথ্যের** উৎসের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী; অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক। এই গবেষণায় মোট ১৫০ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে পরিচয় গোপন রাখার শর্তে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। **পরোক্ষ তথ্যের** উৎসের মধ্যে রয়েছে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনের গাইডলাইন, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি।

প্রশ্ন: রামপাল এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে টিআইবি'র তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম কি ছিল?

উত্তর: এই গবেষণায় পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে টিআইবি মূলতঃ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের মতামত এবং পরোক্ষ তথ্যের ওপর নির্ভর করেছে। পরোক্ষ তথ্য যাচাই-বাছাই এর জন্য উপরোক্ত তথ্যের বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়েছে। অন্যদিকে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে উত্থাপিত সমালোচনার প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামতগুলো সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা এবং রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত পিডিবি'র উত্তরের ওপর নির্ভর করেছে।

প্রশ্ন: এই প্রতিবেদনটি কোন সময়ের তথ্য তুলে ধরেছে?

উত্তর: নভেম্বর ২০১৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই প্রতিবেদনটি কোন কোন বিষয়ের ওপর তৈরি হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং জমি অধিগ্রহণের নোটিশ প্রেরণ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, দুর্নীতির ধরন ও কারণসমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত ৪টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা তথ্যের dependability, transferability, confirmability ও credibility নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। কখনও কখনও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না?

উত্তর: এই গবেষণায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে চলমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যেকেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রশ্ন: টিআইবি কী উদ্দেশ্যে এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করে?

উত্তর: সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি যেমন জনগণকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সরকারের প্রতিটি কাজে যদি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকে তবে সুশাসন তথা সুদৃঢ় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব যা টিআইবি'র এ ধরনের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: নানা সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও টিআইবি এ ধরনের প্রতিবেদনের কাজ কেন চালিয়ে যাচ্ছে?

উত্তর: জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জন-সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। টিআইবি প্রত্যাশা করে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকরা কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত উত্থাপিত বিতর্ক, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং ভূমি হারানো মানুষের মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেবে।

---সমাপ্ত---